46

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 16 OCT 1994
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

ধারাবাহিক ■ ৪

বাংলাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ॥ বাস্তবায়নের অন্তরায়

আবদুল আজিজ চৌধুরী

বাংলাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার অন্তরায়সমূহ নিম্নরূপ :

একটি জাতীয় প্রকল্পের পরিবর্তে একাধিক প্রকল্পের আওতায় প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণই বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রধান বাধা।

অতীতে প্রমাণিত হয়েছে যে, একাধিক প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ধারা, প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার অধীনে অবৈতনিক ও সাহায্যপ্রাপ্ত, কম্পালসরি ও নন-কম্পালসরি মডেল, বেতন ও মর্যাদার দিক দিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকমন্ডলীর মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করার ফলে তাঁদের মধ্যে এক দারুণ অসন্তোষ, ক্ষোভ ও রেষারেষির সৃষ্টি হয়। ঘন ঘন স্কীম পরিবর্তনের ফলে প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি বা সাফল্যের পরিবর্তে ব্যর্থতা দেখা দেয়। ফলে সরকার ১৯৬৫ সালে মডেল ও ননমডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়কে একীভূত করে ম্যানেজড ফ্রি প্রাইমারি বিদ্যালয় সৃষ্টি করে। পরে ১৯৭৩ সালের সরকারীকরণ, ১৯৬৫-৭১ সালের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় একটি মাত্র ধারা, প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হওয়ার ফলে তুলনামূলকভাবে প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ও উন্নতি ঘটে। কিন্তু দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় (১৯৮০-৮৫) প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার দু'টি ধারায় ভুল পথে পরিচালনার ফলে সরকারের বহু আকাঙ্ক্ষিত, পরিকল্পিত, ব্যয়বহুল প্রকল্পটি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পরিবর্তে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

কিন্তু দ্বিতীয় সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়নের সাফল্যের পথকে পরিহার করে পুনরায় প্রথম সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়নে অনুসৃত ও ভ্রান্ত পথকে অনুসরণের যৌক্তিকতা বোঝা কঠিন। সুতরাং একটি মাত্র জাতীয় প্রকল্পের আওতায় একটি মাত্র ধারা, প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার অধীনে সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়ন অর্থাৎ ২০০০ সাল নাগাদ সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার স্বার্থে অত্যন্ত অপরিহার্য।

দ্বিতীয় বাধা সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সঠিক পরিকল্পনা ও তা প্রণয়নের ব্যর্থতা। প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে এ পর্যন্ত প্রণীত সকল জাতীয় পরিকল্পনা যথা-কম্পালসরি স্কীম, মডেল স্কীম, আইডিএ স্কীম ইত্যাদি পরীক্ষামূলক, ভ্রান্ত স্কীম সাফল্যের পরিবর্তে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। কেননা প্রাথমিক শিক্ষার জন্য জাতীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়নে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণের প্রাথমিক শিক্ষায় কোন প্রশিক্ষণ বা বাস্তব অভিজ্ঞতা ছিল না। বর্তমানেও সেই অবস্থা চলছে। তাই এখন মন্ত্রণালয় ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের পরিকল্পনা কোষে প্রাথমিক শিক্ষায় প্রশিক্ষিত ও অভিজ্ঞতাবিহীন কর্মকর্তাগণের স্থলে প্রাথমিক শিক্ষায় উচ্চতর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বাস্তব অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ কর্মকর্তাগণের নিয়োগদান নিশ্চিত করা সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের স্বার্থে অপরিহার্য বলে মনে করি।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের কর্মকর্তাগণের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ ও বাস্তব অভিজ্ঞতার অভাবই সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের পথে তৃতীয় বাধা।